:: Chandragupta Maurya::

মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত এর বংশ পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। প্রাচীন হিন্দু কিংবদন্তিতে চন্দ্রগুপ্ত কে নন্দ বংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী হিন্দু কিংবদন্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা ছিলেন শূদ্রাণী। নন্দ রাজাদের উপপত্নী মুরার নামানুসারেই এই বংশকে মৌর্য বংশ বলে অনেকে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পুরানে চন্দ্রগুপ্ত কে শূদ্র বংশজাত অথবা মুরার পুত্র বা পৌত্র বলে বর্ণনা করা হয়নি। পূরানে বলা হয়েছে যে নন্দ বংশের পতনের পর মগধে বংশের রাজত্ব স্থাপিত হয়।কিন্তু এই উক্তির ধারা এরূপ প্রমাণিত হয় না যে চন্দ্রগুপ্ত বা পরবর্তী রাজারা সকলেই শূদ্র বংশধর ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থ দিব্যবদনে বিন্দুসার ও অশোক কে ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করা হয়েছে।খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত মুদ্রারাক্ষস নামক নাটকে ও পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্র কর্তৃক সংকলিত বৃহৎকথা গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত কে নন্দ বংশোদ্ভূত বলা হয়েছে।

অপরদিকে মহাবংশ দিব্য বদন ও মহাপরি নির্বাণ সূত্রে চন্দ্রগুপ্ত কে মোরিয় বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জৈন গ্রন্থ পরিশিষ্ট পার্বণে চন্দ্রগুপ্ত কে ময়ূর পোষক নামক গ্রামের নায়কের দৌহিত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উত্তর ভারতের হিমালয়ের পাদদেশে পিপ্পলিবন নামক স্থানে মোরিয় নামে শাক্যগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত এক ক্ষত্রিয় বংশ রাজত্ব করত। এই মৌরিয় কথা থেকে মৌর্য বংশের নামের উদ্ভব ঘটেছে বলে অনেকেই মনে করেন।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনী বহু সূত্র থেকে জানা যায়। দেশি ও বিদেশি সাহিত্যে তাঁর অনেক উল্লেখ আছে। দেশের যে সাহিত্য বলতে প্রধানত পুরান , কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র , বিশাখা দত্তের মুদ্রারাক্ষস ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর সাহিত্য থেকে চন্দ্রগুপ্তের জীবনী ও তার সময়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বিদেশি লেখকদের মধ্যে মেগাস্থিনিসের - ইন্ডিকা , স্ট্রাবো , ডিওডোরাস , প্লুটার্ক ও জাস্টিন প্রমুখদের রচনা থেকে মৌর্য রাজবংশের তথা ভারত সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত অবলম্বন হিনা মাতার সঙ্গে পাটলিপুত্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রগুপ্ত তখন নিতান্তই শিশু।শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাতা শিশুপুত্রকে এক বালকের হাতে সমর্পণ করেন। পরে গোপালক টি বালক চন্দ্রগুপ্ত কে এক শিকারীর নিকট বিক্রি করেন এবং শিকারিটি তাকে গোচারণ কার্যে নিযুক্ত করে। চন্দ্রগুপ্তের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজ গ্রামে সমবয়সীদের নেতা হয়ে ওঠেন। কথিত আছে যে একসময় তক্ষশীলা বাসী চাণক্য বা কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত সেই গ্রামে অবস্থানকালে চন্দ্রগুপ্তের রাজ সদৃশ চিহ্নাদি ও তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে শিকারীর নিকট থেকে ক্রয় করে নেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত কে নিয়ে তক্ষশীলায় আগমন করেন এবং তাকে সামরিক ও রাষ্ট্র বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন। তক্ষশীলায় চন্দ্রগুপ্তের যৌবন অতিবাহিত হয়।

এরপর চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত কে উচ্চশিক্ষার জন্য পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেন। সেই সময় পাটলিপুত্র নন্দ রাজা ধননন্দ রাজত্ব করেছিলেন। নন্দ রাজাদের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নন্দ সাম্রাজ্যের সর্বত্র জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দ বংশের উচ্ছেদ কল্পে গ্রিক সাহায্য লাভের আশায় আলেকজান্ডারের শিবিরে গমন করেন কিন্তু তার ঔদ্ধত্য ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে আলেকজান্ডার তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কোনোক্রমে চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্যে তক্ষশীলা বাসি সুচতুর ও সুপণ্ডিত চাণক্যের সংগে চন্দ্রগুপ্তের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। কোন কারনে নন্দরাজ কর্তৃক অপমানিত হয় চাণক্য প্রতিশোধের উপায় খুঁজ ছিলেন । সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের লক্ষ্য এক হওয়ায় চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত কে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন। চাণক্যের চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে একদল সৈন্য সংগৃহীত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে মগধের নন্দ বংশের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য অস্ত্র ধারণ করেন।

চন্দ্রগুপ্তের প্রথম থেকে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে চন্দ্রগুপ্ত তৃতীয়বার পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে নন্দরাজের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত গ্রিক সেনার সাহায্য লাভ করেছিলেন। মিলিন্দপঞ্হো নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে যুদ্ধক্ষেত্রে 10,000 হাতি

এক লক্ষ অশ্বারোহী , ও 5000 রথ চালক নিহত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগর অবরোধ করে নন্দরাজকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। চন্দ্রগুপ্ত নন্দ রাজা কে হত্যা করার পরিবর্তে তাকে সামান্য আসবাবপত্র ও তার দুই মহিষীকে নিয়ে পাটলিপুত্র ত্যাগ করার আদেশ দেন। কিন্তু মহাবংশ টিকা গ্রন্থে উল্লেখিত আছে যে নন্দ রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। নন্দ বংশের উচ্ছেদ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

নন্দ বংশের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় অধীশ্বর হন। কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি অতঃপর উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে গ্রিক শাসন এর উচ্ছেদ করতে উদ্যোগী হন। এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় নৃপতিরা আলেকজান্ডারের নিকট পরাজিত হলেও কখনো তার বশ্যতা আন্তরিকভাবে স্বীকার করেননি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রিক অধিকৃত অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয় , তার সাম্রাজ্যের বন্টন নিয়ে তার সেনাপতি দা পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতায় প্রবৃত্ত হন। এর ফলে ভারতে গ্রিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গ্রিক শাসিত অঞ্চলের অধিবাসীরা গ্রিক শাসনের উচ্ছেদ কল্পে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের এরূপ বিশৃঙ্খলা সুযোগ নেই গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কয়েকটি যুদ্ধে গ্রীকরা পরাজিত হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব 317 অব্দে গ্রিক সেনাপতি ইউডিমাস ভারত ত্যাগ করলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গ্রিক শাসনের অবসান ঘটে। মৌর্য ইতিহাসে গ্রিক শাসনের অবসান এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

গ্রিক শাসনের অবসান ঘটে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিনি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে রাজ্য জয়ে উদ্যোগী হন। পশ্চিম ভারতে মালব ও সৌরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রুদ্রদামন এর জুনাগড় শিলালিপি তে সৌরাষ্ট্র চন্দ্রগুপ্তের শাসনকর্তা পুষ্য গুপ্তের উল্লেখ পাওয়া যায় ।

এরপর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্পর্কে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য দক্ষিণ ভারতে কতদূর পর্যন্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ বর্তমান। অনেকের মতে নন্দ রাজাদের সাম্রাজ্যঃ যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ঠিক ততদূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ডঃ আর কে মুখার্জির মতানুসারে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে আফগানিস্থান ও দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন পাঞ্জাব কান্দাহার কাবুল সৌরাষ্ট্র পশ্চিম ভারত বেলুচিস্তান হিন্দুকুশ পর্বত মহীশূর ইত্যাদি স্থান। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র ও হিন্দুকুশ পর্বত এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিনে তিনেভেলি পর্যন্ত তার সম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ অনুমান করা যায় যে ভারতের প্রায় সকল অংশেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছিল এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে তাকে ভারত উপমহাদেশের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বললে অত্যুক্তি হয় না। জৈন কিংবদন্তি অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পরিণত বয়সে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেলগলা নামক স্থানে অনশনে দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন :-

১. মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।

২. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসনে আরোহন সম্পর্কে কি জানা যায় ?

৩. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব কী ছিল ?